আজকের কাগজ
তারিখ 04 MAY 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেডিক্যাল শিক্ষকদের নিয়ে সমস্যা

সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী

সম্প্রতি সরকার দেশে আরো কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চলতি শিক্ষা বছর থেকেই এই কলেজগুলি শুরু হতে যাচ্ছে। এই মেডিক্যাল কলেজগুলিতে প্রকল্প পরিচালক অধ্যক্ষ হিসেবে কয়েকজনকে নিয়োগ করা হয়েছে, তারা সবাই সরকারী চাকরির বয়সসীমা অতিক্রম করার পর অবসর জীবন-যাপন করছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের চুক্তিভিত্তিতে চাকরিতে নিয়োগের ফলে অনেকের মনে হতে পারে যে, বর্তমানে দেশে মেডিক্যাল শিক্ষকদের—বিশেষ করে সিনিয়র মেডিক্যাল শিক্ষকের বেশ ঘাটতি রয়েছে। আসলে ব্যাপারটি ঠিক এর উল্টা। প্রকৃতপক্ষে মেডিক্যাল শিক্ষকদের যে সকল ঘাটতি দেখা যায়, তার আসল এবং একমাত্র কারণ হচ্ছে মেডিক্যাল শিক্ষকদের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োগ পদ্ধতি এখন পর্যন্ত খুবই ত্রুটিপূর্ণ। যেমন সহকারী অধ্যাপক থেকে শুরু করে অধ্যাপক পর্যন্ত বিদ্যমান পদগুলি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন অবস্থায় বিরাজ করছে।

মেডিক্যাল শিক্ষকদের প্রতিটি পর্যায়ে অর্থাৎ সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপককে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ লাভ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যতোই যোগ্যতা প্রদর্শন করা হোক না কেন অথবা কেউ যতো বেশী সময় ধরে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকুক না কেন, তার পরবর্তী উচ্চতর পদে যেতে হলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যম ছাড়া পদোন্নতির কোন সুযোগ নেই। একজন সহকারী অধ্যাপক তিন বছর ধরে তার পদে অভিজ্ঞতা অর্জন করলে এবং মেডিক্যাল বিষয়ে স্বীকৃত কোন জার্নালে তার কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তখনই কেবল তার পক্ষে সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে এখনো যেহেতু সহকারী অধ্যাপক থেকে বিভিন্ন শিক্ষকের পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষে নিয়মিত নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, তাই বিভিন্ন পদে শিক্ষকদের স্বল্পতা কৃত্রিমভাবে দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে প্রধান গলদ হচ্ছে, সহকারী অধ্যাপক থেকে পরবর্তী পর্যায়ে সহযোগী অধ্যাপক পদের মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য নেই। সামঞ্জস্য নেই সহযোগী অধ্যাপক পদ এবং অধ্যাপক পদের মধ্যে। বিষয়টি পাঠকদের পরিষ্কার করে বোঝানোর উদ্দেশ্যে এবার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগ এবং নাক-কান-গলা বিভাগে একজন সহযোগী অধ্যাপক ও একজন অধ্যাপকের পদ রয়েছে। কিন্তু সহকারী অধ্যাপকের কোন পদ নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায়, সহযোগী অধ্যাপক হতে হলে একজন সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, সেই অভিজ্ঞতা কোথায় এবং কিভাবে অর্জন করা যাবে?

যাদের সাধারণ জ্ঞান আছে, তারা সহজেই বুঝতে পারেন যে সহকারী অধ্যাপকের পদ বেশী করে থাকা প্রয়োজন। যেহেতু এর ফলেই সহকারী অধ্যাপকদের মধ্যে যারা সঠিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন, তারাই পরবর্তীতে সহযোগী অধ্যাপক হবেন এবং পর্যায়ক্রমে অধ্যাপক হতে পারবেন। বর্তমানে একদিকে যেমন সহকারী অধ্যাপক না হয়ে কারো পক্ষেই উচ্চতর পদে যাওয়ার সুযোগ নেই, আরেকদিকে তেমনিই মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদ খুবই সীমিত। কাজেই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না করলে উচ্চতর পদে মেডিক্যাল শিক্ষকদের অভাব কোনদিনই দূর করা সম্ভব নয়।

যারা মেডিক্যাল শিক্ষকদের নিয়োগের ব্যাপারে দায়ী থাকেন, তারা কিন্তু উপরোক্ত বাস্তব অবস্থাটা কখনোই উপলব্ধি করতে চান না। কোন এক অজ্ঞাত কারণবশতঃ বছরের পর বছর ধরে মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারী অধ্যাপকের নতুন কোন পদ প্রয়োজন সত্ত্বেও সৃষ্টি করা হচ্ছে না। এর ফলে মেডিক্যালের বহু কৃতী ছাত্র বা প্রতিভাবান তরুণেরা মেডিক্যাল শিক্ষকের প্রথম ধাপ অর্থাৎ সহকারী শিক্ষক হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। সহকারী অধ্যাপকের একটি পদের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সামনে অনেক সময় ৫০ জন প্রার্থী পর্যন্ত হাজির হচ্ছেন। যে কোন সুস্থ মানুষ স্বীকার করবেন যে, ৫০ জনের মধ্য থেকে মাত্র ১ জনকে যখন নিয়োগ দান করা হয়, তখন যাদেরকে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা গেল না তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ঐ পদের জন্য খুবই যোগ্য। এ সকল প্রতিভাবান তরুণদের যদি সত্যিই সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে একাডেমিক ক্ষেত্রে তারা বর্তমানের অনেক অধ্যাপকের চাইতে ভবিষ্যতে কোন অংশে কম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতেন না। কিন্তু তাদেরকে সে সুযোগ থেকে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে বঞ্চিত করলাম। এর ফলে তরুণ প্রতিভাবান চিকিৎসকদের মধ্যে মেডিক্যাল শিক্ষক না হতে পারার ব্যর্থতা অনেক সময় মারাত্মক হতাশা ছড়িয়ে দিতে পারে। আর আমরা সকলেই জানি, হতাশাগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তিকে দিয়ে কখনো কোন ভালো কিছু আশা করা যায় না।

অন্যদিকে একজন সহকারী অধ্যাপক যখন সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন, তখন কোন কোন বিষয়ে পদের সংখ্যা নিয়ে অসামঞ্জস্যতার দরুন তাকে বেশ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। দেখা গেল একটি বিষয়ের তিনটি পদের জন্য মাত্র একজন প্রার্থী রয়েছেন, আবার অন্য বিষয়ের একটি পদের জন্য সাত-আটজন প্রার্থীও থাকতে পারেন। মেডিক্যাল শিক্ষকদের ঈপ্সিত পদটি হলো অধ্যাপক হওয়া। কিন্তু এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করা কিছু কিছু ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট—এ অনেক সময় অধ্যাপক পদে আবেদন করার যোগ্য লোকেরই অভাব হয়ে পড়ে। তখন অনেকেই বলে থাকেন যে, যোগ্য লোক না পাওয়ার জন্য অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করা সম্ভব হলো না। অথচ বাস্তবে যে বিষয়টির গোড়াতেই গলদ ছিল—এ ব্যাপারে কেউ কোন সঠিক পদক্ষেপ এখনো গ্রহণ করছেন না।

সত্যি কথা বলতে কি বর্তমানে বিরাজমান পদ্ধতির কারণেই মেডিক্যাল কলেজ শিক্ষকদের উচ্চতর পদগুলিতে আগামীতে এক মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছে। দেখা যাবে যে, অধ্যাপকরা সরকারী চাকরির নিয়ম অনুযায়ী ৫৭ বছর বয়সে তাদের চাকরি থেকে অবসর নিচ্ছেন, অথচ তাদের জায়গায় নিয়োগ করার মতো দক্ষ লোকের অভাব হচ্ছে। তবে এই দক্ষ জনশক্তির অভাব অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের পুনর্নিয়োগ কিংবা তাদের চাকরির বয়সসীমা বাড়ানোর মধ্যদিয়ে কখনো পূরণ করা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ হবে মূল সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের চেষ্টা করা। আর মূল সমস্যাটা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। কাজেই তা খুঁজতে অযথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে বাস্তব এবং একমাত্র পদক্ষেপ হলো, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অবিলম্বে বেশী করে সহকারী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গে বেশ কিছু বিষয়ে নতুন করে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করারও প্রয়োজন আছে।

এ কথা ঠিক যে, সমগ্র মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার প্রয়োজন আছে। তবে ব্যাপারটি বেশ জটিল হওয়ার কারণে বর্তমানে রাতারাতি নতুন মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়। বর্তমানে মেডিক্যাল ম্যানপাওয়ারের স্বল্পতা বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। এ ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশা করি। তবে এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সাথে আশু ব্যবস্থা হিসেবে মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারী অধ্যাপকের পদ বেশী করে জরুরীভিত্তিতে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এর সাথেই জরুরীভিত্তিতে বিশেষ কয়েকটি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা আশু প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ব্যতীত একের পর এক মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়ালেই মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতি হবে না এবং তা বাস্তব ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হবে না।

সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী : পেশায় চিকিৎসক, বর্তমানে ঢাকার পিজি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের অধ্যাপক। লেখক ও প্রাবন্ধিক, প্রকাশিত গ্রন্থ ৭টি, বিশেষ গ্রন্থ ষাট দশকের ছাত্র রাজনীতি।